উন্নত পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

১. ফসলঃ চিচিংগা

২. উন্নত জাত সমূহঃ

জাত	কোম্পানীর নাম	বীজ বপনের সময়
ঘাইব্রীড চিচিঙ্গা-আশা	মালিক'স সীড	ফেব্রুয়ারি থেকে জুন
'ঝুম লং'	বিএডিসি	ফেব্রুয়ারি থেকে জুন
গুফলা-১	ব্র্যাক সীড	--
ঝুম লং	বিএডিসি	--
বর্ণালী, স্বর্ণালী, চিত্রা (হাইব্রিড)	লি- কা সীড	মাঘ থেকে ভাদ্র
KS১, ২	কৃষিবিদ গ্রুপ সীড	--
সিনথিয়া, সরপিল ৩২ (উফসী)	গেটকো সীড	--
সাথী, গ্রীন লং	নামধারী সীড	--
ব- াক ড্রাগন / লাবন্য / সাতঘোড়া	পাশাপাশি সীড	সারা বছর চাষ করা যায়
যমুনা	এনার্জি সীড	--
মধুমতি	ইউনাইটেড সীড	--

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ

সব রকম মাটিতে চিচিঙ্গার চাষ করা যায় তবে জৈব সার সমৃদ্ধ দো-আশঁ ও বেলে দো-আশঁ মাটিতে ভালো জন্মে।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ সাধারনত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো বীজ নির্বাচনে সহায়ক
- ✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে।
- ✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।
- ✓ বিশেষ পরামর্শ: ব্যাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এবং ভালো সুষ্ঠ বীজ নির্বাচনের জন্য কৃষক, নমুনা বীজ মাঠ পর্যায়ে পরিক্ষা করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার ৮০% এর বেশী হবে।
- **বীজের হারঃ** চিচিঙ্গার জন্য ১৬-২০ গ্রাম/শতাংশ বীজের প্রয়োজন হয়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
- **বীজ শোধনঃ** ভিটাভেক্স ২০০ / টিলথ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ শোধন করা ভাল।

৫. জমি তৈরীঃ

- জমি চাষঃ প্রথমে জমি ভাল করে আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমতল করে নিতে হয় এবং সেচ দেবার এবং অতিরিক্ত পানি সুনিষ্কাশনের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে কয়েক ভাগ করে নিতে হবে।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- **বপন ও রোপন এর সময়ঃ** ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে যে কোন সময় চিচিঙ্গার বীজ বোনা যেতে পারে। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।
-
-

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, email: siddique@biid.org.bd , February, 2014.
Last updated: July, 2014
Source: BARI Handbook, 2011.

উন্নত পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

- **মাদা তৈরীঃ** চিচিংগার বীজ সরাসরি মাদায় (১৫দ্ধ১৫দ্ধ১৫ ইঞ্চি)বোনা যেতে পারে এবং মাদার দূরত্ব ২-৩ মিটার ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ২-২.৫ মিটার এবং প্রতি মাদায় ২-৩টি বীজ বোনা উচিত। অঙ্কুরনের পর প্রতি মাদায় ১টি চারা রেখে বাকিগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	মোট পরিমাণ (শতাংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শতাংশ প্রতি)	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপনের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপনের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	৪০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০গ্রাম	৩৫০গ্রাম	৩০গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০গ্রাম	-	-	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম	১৫গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০গ্রাম	২০০গ্রাম	২০গ্রাম	১৫গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০গ্রাম	৪০০গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্ড্র সার	১২.৫ কেজি	৫০গ্রাম	৫০গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০গ্রাম	৪০গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড	১২.৫কেজি	৫০গ্রাম	-	৫গ্রাম	-	-	-	-

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ আগাছা সবসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- দমন পদ্ধতিঃ নীরানি বা কোদাল এর সাহায্যে আগাছা দমন করা যেতে পারে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ মাদা ও মাদার চার পাশের মাটি শুকায়ে গেলে।
- সেচের পরিমাণঃ মাটির চটা ভেঙ্গে দিয়ে পরিমিত ভাবে সেচ দিতে হবে।
- নিষ্কাশনঃ চিচিংগার গাছ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। তাই জলাবদ্ধতা হলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগ/পোকামাকড়ের নাম ও লক্ষণ/ক্ষতির ধরন	প্রতিকার	বালাইনাশকের উৎস
রোগের নাম- পাউডারী মিল্ডিউ লক্ষণ- পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ড় লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ন গাছ মরে যায়।	১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। ২. আক্রান্ড় পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। ৩. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	
	এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘতে(৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এ সি আই
	হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে।	পদ্মাওয়েল কো. লি.
রোগের নাম- ডাউনি মিল্ডিউ লক্ষণ- এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায়	১. থিয়োভিট ৮০ ডবি- উজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করুন।	সিনজেনটা

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, email: siddique@biid.org.bd , February, 2014.
Last updated: July, 2014
Source: BARI Handbook, 2011.

উন্নত পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ

টিপস্ ও ফ্যাক্ট সীট

পোকার নাম- মাছি পোকা ক্ষতির ধরন-১. স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ২. ডিম ফুটে কীড়াগুলো বরে হয়ে ফলের শাস খায় এবং ফল পচে যায় ও অকালে ঝরে পড়ে।	১. পে- নাম ৫০ ডবি- উজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১গ্রাম হারে পে- নাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ২. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে কর ন।	সিনজেনটা

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ

বাউনী দেয়া চিচিঙ্গার প্রধান পরিচর্যা। চারা ১২-১৫ ইঞ্চি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে । বাউনী দিলে ফলন বেশী ও ফলের গুনগত মানও ভালো হয়।

১২. ফসল কাটাঃ

- সময়ঃ চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুর হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ড় অব্যাহত থাকে।
- পদ্ধতিঃ সাধারনত হাত দিয়ে ধারালো ছুরি দারা চিচিঙ্গা ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে হয়।

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

- পরিবহণ পদ্ধতিঃ পরিবহনের সময় ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর চিচিঙ্গা সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।
- পরিবহণের মাধ্যমঃ সাধারনত দালিতে করে পরিবহন করা হয় তবে বেশি আকারে হলে ট্রাকের মাধ্যমেও পরিবহন করে হয়।

১৪. প্যাকেজিংঃ

- প্যাকেজিংপদ্ধতিঃ প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পেরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প- াস্টিক কেস, ব্যবহার করা জেতে পারে।

১৫. সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- স্বল্প পরিসরেঃ ৩-৫ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

এস এম এস এর মাধ্যমে কৃষি সমস্যার সমাধান পেতে Sub লিখে এসএমএস কর ন ১৬২৫০ নম্বরে
আরো বিস্ড়রিত জানতে কল কর ন ০১৭৪৬৭৭৪২৮১ নম্বরে
ভিজিট কর ন www.ekrishok.com ওয়েবসাইটে

Prepared by Md. Nurul Alam Siddique, email: siddique@biid.org.bd , February, 2014.
Last updated: July, 2014
Source: BARI Handbook, 2011.